দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত
৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের

কর্ম-পরিকল্পনা

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এপ্রিল ২০২০

“সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে।
তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।”

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **ঘোষিত** ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিকল্পনা

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এপ্রিল ২০২০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা

১. করোনাভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. লুকোচুরির দরকার নেই, করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।

৩. পিপিই সাধারণভাবে সবার পরার দরকার নেই। চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট সবার জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সব চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৪. কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সব চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, অ্যাম্বুল্যান্সচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৫. যারা হোম কোয়ারেন্টিনে বা আইসোলেশনে আছে, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে।

৬. নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

৭. নদীবেষ্টিত জেলাগুলোয় নৌ অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে।

৯. পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।। সারা দেশের সব সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।

১০. আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় এ দুর্যোগে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সব সরকারি কর্মকর্তা যথাযথ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন; এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

১১. ত্রাণকাজে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

১২. দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।

১৩. সোশ্যাল সেফটি নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৪. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে।

১৫. খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোনো জমি যেন পতিত না থাকে।

১৬. সরবরাহব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে, যাতে বাজার চালু থাকে।

১৭. সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

১৮. জনস্বার্থে বাংলা নববর্ষের সব অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে, যাতে জনসমাগম না হয়। ঘরে বসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নববর্ষ উদযাপন করতে হবে।

১৯. স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক নেতা, সমাজের সব স্তরের জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশাসন সবাইকে নিয়ে কাজ করবে।

২০. সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২১. জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবেন।
২২. সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন—কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশা ও ভ্যানচালক, পরিবহন শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা নারী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. প্রবীণ নাগরিক ও শিশুদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪. দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সব সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

২৫. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৬. আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করবেন না। খাদ্যশস্যসহ প্রয়োজনীয় সব পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। ২৭. কৃষকগণ নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।

২৮. সব শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবেন।

২৯. শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।

৩০. গণমাধ্যম কর্মীরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও অসত্য তথ্য যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩১. গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দেবেন না এবং গুজবে বিচলিত হবেন না।

দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিকল্পনা

দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের জন্য পালনীয় ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বর্তমান করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতির কারণে দেশের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্পের প্রায় সিংহভাগ বন্ধ রয়েছে। আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি শিল্প সেক্টরকে গতিশীল রাখা এবং অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পসমূহকে সচল রাখা শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্পখাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নসহ ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য নির্দেশনাসমূহ পরিকল্পিত উপায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে করোনা ভাইরাসজনিত ছুটিকালীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে নির্দেশনা নম্বর ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২৫, ২৭ ও ২৯-এর সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা আছে বিধায় সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া নির্দেশনা নম্বর ১২, ১৩, ২৪ ও ২৮-এ পরোক্ষভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকায় সেগুলোও চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। নির্দেশনা নম্বর ১, ৫, ও ৬ সাধারণভাবে সকলের করণীয় হলেও এগুলোর বিপরীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনা মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নযোগ্য তা চিহ্নিত করে প্রতিটি নির্দেশনার বিপরীতে কর্ম-কৌশল এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারণ করে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১।	১২. দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।	কর্পোরেশনসমূহের অধীন কারখানা শ্রমিকদের জন্য যথাযথ পরিচয়পত্র যাচাইপূর্বক আগামী ৬ মাসের জন্য খাদ্য সহায়তা ও এসএমএসএর মাধ্যমে চাল,ডাল ও ভোজ্য তেল পেতে পারে সে জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল মিল/প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।	**শিল্প মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,বিসিআইসি, বিএসএফআইসি, বিএসইসি**
২।	১৩. সোশ্যাল সেফটি নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	(ক) বাংলাদেশে ইনফরমাল সেক্টরে রেজিস্টার্ড না হওয়া বিপুল সংখ্যক কর্মী বর্তমানে মারাত্মক খাদ্য ও অর্থভাবে রয়েছে। তাদের সোশ্যাল সেফটি নেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কার্যকর সুপারিশমালা প্রণয়নসহ এসএমইখাতের ক্ষতি মোকাবেলায় জরুরি করণীয় চিহ্নিতপূর্বক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট মালিক/উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সাপ্লাইচেইনের সাথে জড়িত সকলকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার উপায় অনুসন্ধান ও তদনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিআই, নাসিব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। (গ) করোনা পরবর্তী সময়ে অতিক্ষুদ্র, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, নাসিব এবং বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি সহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সুপারিশ গ্রহণপূর্বক একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে প্রেরণ করা যেতে পারে।	**(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, সংশ্লিষ্ট শিল্প এসোসিয়েশন, উন্নয়ন সহযোগি** **(খ)শিল্প মন্ত্রণালয়** **(গ) শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ**

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
		(ঘ)প্রণোদনার অর্থের যাতে কোনো ধরনের অপব্যবহার না হয় এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থরা যাতে এর সুফল পায় সে লক্ষ্যে করোনার প্রভাবে তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানার সঠিক তালিকা প্রণয়নের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে।	(ঘ)শিল্প মন্ত্রণালয়
৩।	১৪. অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে।	(ক) সঠিক নির্দেশনা, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাঝারি শিল্প খাতের সাথে জড়িত সকল উৎপাদন, বিক্রয় ও সরবরাহমূলক কর্মকান্ড চলমান রাখতে হবে। (খ) সারাদেশে বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদিত নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য, গোখাদ্য, পোল্ট্রি ফিড, ফিস ফিড, কৃষি যন্ত্রপাতি, করোনা প্রতিরোধকমূলক ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বিসিক প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসন ও মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় করে সুরক্ষা ও করোনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসহ এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। (গ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন হলে শ্রমিকদের আইডি কার্ড প্রদান করে অস্থায়ীভাবে আবাসনসহ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (ঘ) শিল্পনগরীতে অবস্থিত সকল শিল্প ইউনিটের সার্ভিস চার্জ আদায় ০৩ মাসের জন্য স্থগিত করা যেতে পারে এবং শিল্প ইউনিটের ইজারস্বত্ত হস্তান্তর ফি হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) এর আওতায় যেসব ঋণগ্রহীতা রয়েছেন, তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা যেতে পারে। (ঙ)বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূসক ও উৎসে আয়কর প্রত্যাহার ও উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমালের উপর থেকে শুল্ককরসহ মূসক অব্যাহতি প্রদান করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। (চ) মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির এবং মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসমূহ স্থানীয় বাজারে ও ই-কমার্সের মাধ্যমে বিক্রয়ের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**ক) শিল্পমন্ত্রণালয়, বিসিআইসি, বিএসএফআইসি, বিএসইসি, বিসিক, বিটাক, এসএমই ফাউন্ডেশন, সংশ্লিষ্ট শিল্প এসোসিয়েশন** **(খ) বিসিক** **(গ)বিসিআইসি, বিএসএফআইসি, বিএসইসি** **(ঘ) বিসিক** **(ঙ) বিসিক** **(চ) বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**

অ:পৃ:দ্র:

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
		(ছ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কলকারখানার মেশিনারিজ সচল রাখার জন্য কোন বিশেষ মেশিন পার্টসের (যন্ত্রাংশ) তৈরি বা মেরামত জরুরি হয়ে পড়লে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অনুসরণপূর্বক এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ওয়ার্কশপে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ তৈরী বা মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	**(ছ)**বিসিআইসি, বিএসএফআইসি, বিএসইসি,**বিসিক, বিটাক**
		(জ) সরকারি কর্পোরেশন এর অধীন শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত মানসম্পন্ন পণ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক DPM পদ্ধতিতে ক্রয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পুণরায় প্রদান করতে হবে।	**(জ) শিল্প মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা**
		(ঝ) বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য কোন ধরনের জরিমানা ছাড়াই বয়লার সনদ নবায়নের সময়সীমা জুন মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে।	**(ঝ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়**
		(ঞ) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের বয়লার নিবন্ধন ও নবায়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণরুপে অটোমেশনের আওতায় অআনতে হবে।	(ঞ)**প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়**
		(ট) লবণ চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় অসাধু আমদানিকারকগণ কর্তৃক সোডিয়াম সালফেট ঘোষণা দিয়ে ভোজ্য লবণের (সোডিয়ামক্লোরাইড) আমদানি প্রতিহত করার জন্য সোডিয়ামসালফেট এর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	**(ট) শিল্প মন্ত্রণালয়**
		(ঠ) লবণ মিলের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে পটাশিয়াম আয়োডেট (আয়োডিন) সরবরাহ করতে হবে যাতে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত থাকে।	**(ঠ) শিল্প মন্ত্রণালয়**
		(ড) মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে করোনাকালীন ও করোনা পরবর্তী সময়ে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে হবে।	**(ড) শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, বিএসটিআই**
		(ঢ) সার উৎপাদন খরচের চেয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য কম হওয়ায় কারখানাগুলো লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কৃষি খাতে প্রদত্ত অর্থ থেকে ইউরিয়া সারের মূল্য গ্যাপ বাবদ অর্থ ভর্তুকি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	**(ঢ)শিল্প মন্ত্রণালয়**
		(ণ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য দফা-২ এ ঘোষিত বিশ হাজার কোটি টাকা যেন সকল সেক্টর/ ক্লাষ্টারের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকরা সঠিকভাবে ও সহজে পেতে পারেন সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগকে সুপারিশ করা হবে।	**(ণ) শিল্প মন্ত্রণালয়,**বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগ

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
		(ত) কোরবানীর ঈদের অন্তত এক মাস আগে কাঁচা চামড়া ক্রয়ের জন্য প্রকৃত চামড়া ব্যবসায়ীগণকে ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা পরিশোধের জন্য বিলম্বিত সময়সীমা নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে সুপারিশ করা যেতে পারে ।	**(ত) শিল্প মন্ত্রণালয়,অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ**
		(থ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সুদ মওকুফ করা অথবা সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে সরকার কর্তৃক সুদ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	**(থ)শিল্প মন্ত্রণালয়**
		(দ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমালের উপর থেকে শুল্ককরসহ সব রকম মূসক অব্যাহতি প্রদান করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।	**(দ)শিল্প মন্ত্রণালয়**
		(ধ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে একটি তহবিল নির্দিষ্ট করে রাখা যাতে করোনার প্রভাব শেষে এ প্যাকেজ থেকে খুব দ্রুততার সংগে এ খাত সংশ্লিষ্ট মানুষকে সহায়তা প্রদান করা যায়।	**(ধ)শিল্প মন্ত্রণালয়**
৪।	১৫. খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে।	(ক) দেশের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য সারের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার উৎপাদন ও মজুদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**(ক) বিসিআইসি**
		(খ) আখ মৌসুমে সকল আখের জমিতে আখ চাষ নিশ্চিত করতে হবে।	**(খ) বিএসএফআইসি**
		(গ) আখ মৌসুম শেষ হয়ে গেলে জমিতে স্বল্পমেয়াদি বিকল্প ফসল উৎপাদনে আখচাষীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	**(গ)বিএসএফআইসি**
		(ঘ) মানসম্মত, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিংয়ের যথাযথ পদক্ষেপ অব্যাহত রাখতে হবে।	**(ঘ)বিসিক, বিএসটিঅআই, বিএসএফআইসি**
৫।	১৬. সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে, যাতে বাজার চালু থাকে।	(ক) সার, লবণ, চিনি, ভিনেগারবায়োফার্টিলাইজার এবং হ্যা ,ন্ড সেনিটাইজারসহ কর্পোরেশনসমূহের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ও সরবরাহমূলক কর্মকান্ড চলমান রাখার জন্য সঠিক নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধান অব্যাহত রাখতে হবে।	**(ক)বিসিআইসি, বিএসএফআইসি, বিএসইসি,বিসিক**
		(খ) আসন্ন রমজান উপলক্ষে দেশীয় চিনি প্রাপ্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সুপারশপের চিনির চাহিদা অনুযায়ী চিনি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	**(খ)বিএসএফআইসি**
		(গ) চিনিশিল্প ভবনের সামনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্যাকেটজাত চিনি বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	**(গ)বিএসএফআইসি**

অ:পৃ:দ্র:

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬।	১৭. সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	(ক) দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ও সরবরাহমূলক কর্মকান্ড চলমান রাখার জন্য সঠিক নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধান করতে হবে। (খ) পবিত্র রমজান মাসে ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিএসটিআইয়ের জরুরি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে ইফতার ও সেহরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষণ করতে হবে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাবে। (গ) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বৃদ্ধি। উদ্ভাবনী ধারনা প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসহ করোনা পরবর্তী সময়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	**(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় সকল দপ্তর/সংস্থা** **(খ) বিএসটিআই** **(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা**
৭।	২৪. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সব সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।	দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) সকল কর্মকর্তাদের কে পড়ে দেখতে হবে এবং সেগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।	**শিল্প মন্ত্রণালয় সকল দপ্তর/সংস্থা**
৮।	২৫. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(ক) সার, লবণ ও চিনির বাজার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল নির্ধারণ করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকলকে ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। (খ) বিএসএফআইসি চট্টগ্রামস্থ শিপিং অফিসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত চিনির হিসাব নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। (গ)নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে একটি করে পরিবীক্ষণ দল গঠন করতে পারে।	**(ক) বিসিআইসি, বিএসএফআইসি, বিসিক** **(খ)বিএসএফআইসি** **(গ)বিসিআইসি, বিএসএফআইসি ও বিসিক**
৯।	২৭. কৃষকগণ নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।	(ক) আখ চাষীগণ যাতে আখ মৌসুমে আখের চাষ অব্যাহত রাখেন এবং মৌসুম শেষ হলে অন্য ফসল উৎপাদন করেন এ জন্য আখ চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। (খ) ক্ষতিগ্রস্ত আখচাষীদের প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) আবাদি আখ চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ হিসেবে নগদ অর্থ, সার ও কীটনাশক বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**(ক) বিএসএফআইসি** **(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়** **(গ)বিএসএফআইসি**

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১০।	২৮. সব শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবেন।	(ক) সকল দপ্তর/সংস্থা এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে নিজ নিজ অফিস, কল-কারখানার পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন সে বিষয়টি দপ্তর প্রধান কে নিশ্চিত -করতে হবে। (খ) সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী এবং ব্যক্তি উদ্যোক্তাকে তাদের শিল্প কারখানা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কারখানা ও বাসস্থানসমূহকে যথাযথ ভাইরাস জীবানুনাশক পদার্থ দিয়ে পরিস্কার করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া যেতে পারে। (গ) এনপিও 5s কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে একটি সচেতনতামূলক প্রতিবেদন তৈরী করে অনলাইন/ই-মেইলে শিল্প মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করবে।	**(ক)সকল দপ্তর/সংস্থা** **(খ)সকল দপ্তর/সংস্থা** **(গ) এনপিও**
১১।	২৯. শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।	নিজ নিজ শ্রমশক্তির (Workers) স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখে তাদের সাথে আলোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য সকল দপ্তর/সংস্থা তাদের আওতাধীন কারখানাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করবে।	**সকল দপ্তর/সংস্থা**
১২।	১. করোনাভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। ৫.যারা হোম কোয়ারেন্টিনে বা আইসোলেশনে আছে, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে। ৬. নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।	(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/কল-কারখানাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকদের জন্য করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম, হোম কোয়ারেন্টিন বা আইসোলেশনের নিয়ম কানুন, নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয় একটি লিফলেট প্রস্তুতপূর্বক অনলাইনে সকল দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করবে। (খ) দপ্তর/সংস্থায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোভিড-১৯ গ্রুপ তৈরী করতে হবে, এই গ্রুপ শ্রমিক/কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা সেবা সম্পর্কিত সকল প্রকার যোগাযোগ ও সহায়তা প্রদান করবে। (গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কোভিড-১৯ কে আরো সুসংগঠিত করে দপ্তর/সংস্থাসমূহের সকল গ্রুপের সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রদান করা যায় যেন শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের আদান প্রদান করাসহ সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। (ঘ) করোনা পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও পুনর্বাসন তহবিলের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের একদিনের বেতন প্রদান করা যেতে পারে।	**(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে নিযুক্ত চিকিৎসক (নির্দেশনা ১, ৫, ৬)** **(খ) সকল দপ্তর/সংস্থা** **(গ) শিল্প মন্ত্রণালয়** **(ঘ)শিল্প মন্ত্রণালয়/সকল দপ্তর/সংস্থা**